M/s. JEETS
An Advertising Agency
Shyamal Kanti Biswas
Marketing Head
974954790 / 9046645717
shyamalkanti13@gmail.com
For all kind of advertisement in daily Newspaper from Kolkata & beyond
— WE ADVERTISE IN —
আনন্দবাজার পত্রিকা | বর্তমান | বন্দেমাতরম্ | যুগশঙ্খ | এই সময়
প্রতিনিধি | দৈনিক স্টেটসম্যান | গণশক্তি | দিনদর্পণ | উত্তরবঙ্গ সংবাদ
দৈনিক বিশ্বমিত্র | THE TIMES OF INDIA | The Telegraph | প্রভাত খবর
প্রতিদিন | আজকাল | গণশক্তি | একদিন প্রতিদিন

হিমালয়
বাংলা সংবাদপত্র
বেস্ট বেঙ্গল
আপস নয়, মুখোশ খুলে দেয়
For Online Version See Website : http://himalayabestbengal.com

হিমালয় অ্যাড এজেন্সী
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
ফোন ঃ ৭০০১৯৯৪০৭৫
দৈনিক সংবাদপত্র (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি টিভি চ্যানেল, নিউজ পোর্টাল-এ বিজ্ঞাপনের জন্য উপরোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন।
পরিষেবা সর্বত্র

R.N.I. No. WBBEN/1994/8864 বর্ষ ঃ ৩৩ সংখ্যা ঃ ১৮ । ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ফোন ঃ ৭০০১৯৯৪০৭৫ Postal Registration No. WB/RNP-398

উৎসবের মুখে টানা বৃষ্টি

চরম বিপাকে নদিয়ার মৃৎশিল্পীরা

বার্তা-পরিবেশক, কৃষ্ণনগর ঃ উৎসবের আনন্দ যখন দোরগোড়ায়, ঠিক তখনই প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় কপালে ভাঁজ নদিয়া ও সংলগ্ন এলাকার মৃৎশিল্পীদের। একদিকে নিম্নচাপের টানা বৃষ্টি, অন্যদিকে প্রতিমা তৈরির উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি; এই জোড়া ধাক্কায় রীতিমতো দিশেহারা অবস্থা তাঁদের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে দেওয়া নিয়ে এখন তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরে চলা কখনো মুষলধারে, আবার কখনো টানা ঝিরঝিরে বৃষ্টির কারণে চরম বিপদে পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। পুজোর আর বেশি দিন বাকি নেই। অথচ বৃষ্টির কারণে তৈরি করা কাঁচা মাটির প্রতিমা রোদে শুকানো সম্ভব হচ্ছে না। আবহাওয়া এতটাই খারাপ যে, ঠিকমতো ভাঁটি দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রতিমা শুকানোর সুযোগও মিলছে না। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় কাঁচা মাটির প্রতিমা গলে বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়েছে, যা শিল্পীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।আবহাওয়ার এই প্রতিকূলতার পাশাপাশি শিল্পীদের 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া' হয়ে দাঁড়িয়েছে কাঁচামালের আকাশছোঁয়া দাম। মাটি, রঙ থেকে শুরু করে সাজসজ্জার অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে মৃৎশিল্পীদের আর্থিক অবস্থা একেবারেই সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। বংশানুক্রমিক এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর পক্ষে এখন লাভের মুখ দেখা তো দূর, আসল খরচ তোলাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য কোনো পেশায় যাওয়ারও উপায় নেই তাঁদের।নির্দিষ্ট সময়ে বরাত দেওয়া মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে দিতে না পারলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সামাজিক সম্মানহানিরও তীব্র আশঙ্কা করছেন শিল্পীরা। সব মিলিয়ে, একদিকে প্রকৃতির প্রতিকূলতা এবং অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জাঁতাকলে পড়ে শিল্পীদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। শেষ মুহূর্তে আবহাওয়া সুপ্রসন্ন না হলে প্রতিমা গড়ে পূজামণ্ডপে পৌঁছানোই এখন তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মেঘ কেটে গিয়ে কবে ঝলমলে রোদ উঠবে, এখন সেই অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন নদিয়ার মৃৎশিল্পীরা।

করিমপুর-কে পৌরসভা করেই ছাড়ব ঃ বিধায়ক সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ

বার্তা-পরিবেশক, তেহট্ট ঃ সীমান্তবর্তী গঞ্জ শহর করিমপুর কে পৌরসভার মর্যাদায় উন্নীত করার দাবিতে সোচ্চার বিধায়ক সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ। ইতিমধ্যেই বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপন সহ নদিয়া জেলা শাসক এবং তেহট্ট মহকুমা শাসকের নজরে এনে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে সমরেন্দ্র নাথ বাবু। এদিন এক সাক্ষাৎকারে সমরেন্দ্র নাথ বাবু বলেন, কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর পর্যন্ত রেলপথের দাবি নিয়ে যেমন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দরবারের পাশাপাশি দিল্লী রেল ভবনে গিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জীর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছি, ঠিক একই ধরনের এলাকাবাসীর অন্যতম অধিকার করিমপুর কে পৌরসভা করা এবং সেই দাবি কে সামনে রেখে তেহট্ট মহকুমা শাসক, নদিয়া জেলা শাসক, রাজ্য পৌর ও নগর উন্নয়ণ মন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত দরকার শুরু করেছি এবং কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুর পর্যন্ত রেলপথের পাশাপাশি করিমপুরবাসীকে পৌরসভা উপহার দেওয়াও আমার আন্দোলনের অন্যতম ফসল বলে এদিন দাবি করেন সমরেন্দ্র নাথ বাবু। এছাড়া কৃষি প্রধান এলাকা করিমপুরে একটি কোল্ড স্টোরেজ, একটি অডিটোরিয়াম, সর্বত্র পরিশ্রুত পানীয় জল, রাস্তার পর্যাপ্ত আলোর ব্যাবস্থা সহ পরিবেশ সুরক্ষা এবং এলাকার সৌন্দর্যায়ণে আরও বেশি বেশি করে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণের উপর আমি বিশেষ জোড় দিতে চলেছি বলেও এদিন দাবি করেন সমরেন্দ্র নাথ বাবু। কথা প্রসঙ্গে সমরেন্দ্র নাথ বাবু বিশেষ ভাবে মনে করিয়ে দেন, করিমপুর কে পৌরসভার দাবি আমার আজকের নয়, এর আগেও ২০১১-২০১৬ বিধানসভা বর্ষে আমি সিপিএম এর টিকিটে জয়ী এলাকার বিধায়ক ছিলাম, তখন যেহেতু তৃণমূলের সরকার এবং পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, ফলে তৎকালীন সময়ে বিধানসভায় করিমপুর কে পৌরসভা করার দাবি তুললেও তৎকালীন পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আমাকে পাত্তাই দেয় নি। আমাকে রীতিমতো উপহাস করে আমি এবং আমার দাবি কিউ পর্যায়ে আছে বলে, আমার প্রস্তাবকে একপ্রকার ডাস্টবিনে ফেলে দেন। পরবর্তী তে আমি বিজেপি তে যোগদান করি এবং এবার এলাকার মানুষের আশির্বাদে আগে আমি একজন বিজেপি কর্মী, তারপর একজন জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার জনগনের স্বার্থে নিজেকে সমর্পন করেছি। এখন আমার একটাই ভাবনা, এলাকার সার্বিক উন্নয়ণের স্বার্থে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ঘটানো বলে এদিন দাবি করেন সমরেন্দ্র নাথ বাবু।

অর্জুন এবং অপর্ণা-র ওপরই ভরসা

বিজেপি-র নদিয়া উত্তর ও দক্ষিণে

বার্তা-পরিবেশক, কল্যাণী ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি নদিয়া কে দুটো সাংগঠনিক জেলায় বিভক্ত করে সংগঠন সাজিয়েছে। নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে অর্জুন কুমার বিশ্বাস এবং নদিয়া

দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রীর পদে অপর্ণা নন্দীর কাধে দায়িত্ব অর্পন করে বিগত বিধানসভার ভোট পরিচালনা করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দুজনের সুযোগ্য নেতৃত্বে বিধানসভায় নদিয়া জেলায় অভূতপূর্ব ফল করে ভারতীয় জনতা পার্টি। নদিয়া দক্ষিণের সব কটি আসনই বিজেপির দখলে আসে এবং নদিয়া উত্তরে কঠিন লড়াই এ দল সামিল হয়েও চারটি আসনে জয়লাভ করে। এর মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা আসন টি বিজেপির দখলে থাকলেও(এই কেন্দ্র থেকে মুকুল রায় বিজেপির টিকিটে জিতলেও পরবর্তী তে তৃণমূলে চলে যান) পরবর্তী তে তৃনমুলে যোগদান করেন। এর বাইরে একটি বিধানসভার আসনও ছিল না বিজেপির দখলে। এহেন পরিস্থিতিতে অর্জুন কুমার বিশ্বাসের সুযোগ্য নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র টি ধরে রাখার পাশাপাশি কৃষ্ণনগর দক্ষিণ,তেহট্ট এবং নাকাশিপাড়া কেন্দ্রটি তৃণমূলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। যদিও নদিয়ার আরও একটি আসন করিমপুর কেন্দ্র টি তৃণমূলের কাছ থেকে বিজেপি ছিনিয়ে নিয়ে ঐ আসনে জয়লাভ করলেও ঐ কেন্দ্রটিকে বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার অন্তর্ভুক্ত । অন্যদিকে নদিয়া দক্ষিণ আগে থেকেই বিজেপির উর্বর ভূমি, এর আগেও সবকটি আসন জিতলেও উপনির্বানে বিজেপির জেতা আসন শান্তিপুর(সাংসদ থাকা অবস্থাতেই জগন্নাথ সরকার শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করার পর বিধায়ক পদ টি ছেড়ে দেওয়ার এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়) এবং

রানাঘাট দক্ষিণ(বিজেপি বিধায়ক ডাঃ মুকুটমণি অধিকারী পদত্যগ করে তৃণমূলে যোগদান করায় আসন টি ফাঁকা হয়)এই দুটি আসনের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস আসন দুটি বিজেপির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু এবার বিধানসভা নির্বাচনে হারা দুটো আসন সহ অবশিষ্ট সব আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। যদিও এর মধ্যে কল্যাণী এবং হরিণঘাটা আসন দুটি নদিয়া জেলার অংশ হলেও বিজেপির বনগাঁ (উত্তর ২৪ পরগনা)সাংগঠনিক জেলার অন্তর্ভুক্ত। ফলে নদিয়া দক্ষিণ ও নদিয়া উত্তর দুই সাংগঠনিক জেলার সাফল্যের নেপথ্য দুই কারিগর অপর্ণা নন্দী ও অর্জুন কুমার বিশ্বাস কে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের জেলা ভিত্তিক নতুন সভাপতি ঘোষণার ক্ষেত্রে উভয়কেই স্ব স্ব দায়িত্বে বহাল রেখে তাদের প্রতি আস্থা রাখার পাশাপাশি সম্মান প্রদর্শন করলেন। আর এই খবর ঘোষণা সহ প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার বিজেপি নদিয়া উত্তর ও নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সর্বত্র বিজয়োৎসবে মেতে উঠল বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

মহাদেব সরকার ঃ বিজেপি রাজ্য সম্পাদকও বিজেপি মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা ইনচার্জ

বিজেপির সেবা সংকল্প অভিযোগ, ব্যবস্থাপনায়-রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভার তিন নম্বর মন্ডল। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবির। শনিবার।

পারিজাত
(সাহিত্য পত্রিকা, ত্রৈমাসিক)
নিজে পড়ুন, প্রিয়জনকে পড়ান
লেখা পাঠান ঃ ৯৭৪৯৫৪৭৮৯০
এই হোয়াটস্যাপ নম্বরে

বেতাই বিদ্যাসাগর ফুটবল ট্রফি'র উদ্বোধনে বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ

বার্তা-পরিবেশক, তেহট্ট ঃ নদিয়ার বেতাই নব দিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শনিবার বেতাই ডঃ বি, আর, আম্বেদকর কলেজ মাঠে আয়োজিত হল আট দলীয় নকআউট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফুটবল টুর্নামেন্ট। ২৬ শে সেপ্টেম্বর শনিবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে এই ব্যাবস্থাপনা বলে জানিয়েছেন আয়োজক সংগঠন । এদিন খেলা দেখতে তেহট্ট মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগনিত ফুটবল প্রেমী দর্শক মাঠে হাজির হন। খেলা শুরু হয় দুপুর বারোটা টায়। বন্দেমাতরম জাতীয় গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে খেলার সূচনা করেন তেহট্ট বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অর্জুন কুমার বিশ্বাস সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। প্রসঙ্গত এই খেলা এবছর ৬ ষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করল। এই ফুটবল খেলাকে সামনে রেখে আয়োজক সংস্থা নব দিগন্ত ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একটাই বার্তা- যুবসমাজ শুধুমাত্র মোবাইলে আসক্ত না হয়ে খেলাধুলায় মনোনিবেশের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা সহ শরীর চর্চা করুক, তাহলে শরীর স্বাস্থ্য দেহ মন সব কিছুই যেমন ভালো থাকবে পাশাপাশি সমাজ হয়ে উঠবে আরও সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান । প্রসঙ্গত এই খেলার চুরান্ত পর্বে অর্থাৎ ফাইনালে বিজয়ী দল কে দেওয়া হবে চাম্পিয়ান ট্রফি ও নগদ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং পরাজিত দল কে দেওয়া হবে রানার্স ট্রফি এবং সেই সঙ্গে নগদ ৭৫ হাজার টাকা।

ফুলিয়ায় নৈশ ফুটবল এম. পি কাপ-২৬ উপলক্ষে খেলার অবসরে এক বিশেষ মুহূর্ত। শনিবার, ফুলিয়া। ছবি-নিজস্ব।

বাংলার সময় প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে শ্যামল কান্তি বিশ্বাস কর্তৃক ১১৯ বি.টি. রোড, কলকাতা ৭০০১০৮ থেকে প্রকাশিত এবং হিমালয় প্রেস, কল্যাণী থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শ্যামল কান্তি বিশ্বাস